

রবিবারও মৃতের পরিবারে কান্নার রোল। এ বছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বন্ধ। (নীচে) প্রতিমার অর্ডার দিয়েও তা বাতিল করা হয়েছে — এই সময়

কোজাগরীতে বিষাদে বালিয়া

চোরবাগানের ভিড় কেড়েছে তিন প্রাণ, লক্ষ্মী এলো না ঘরে

দিব্যেন্দু সরকার ■ আরামবাগ

লক্ষ্মীপুজোয় যে বাড়ি গমগম করত, তা এ বছর নিস্তব্ধ। কোজাগরীর চাঁদ যেন আঁধারে ডুবেছে আরামবাগের মলয়পুরের বালিয়া গ্রামের পরামানিক বাড়ির আকাশে। দুর্গাপুজোয় কলকাতায় ঠাকুর দেখতে গিয়ে চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পরামানিক বাড়ির তিন সদস্য। শোকের আবহে তাই সেখানে বন্ধ লক্ষ্মীপুজো।

পরামানিক বাড়িতে দীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ্মীনারায়ণের মাটির মূর্তি গড়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হয়ে আসছে। গ্রামের অন্যতম বড় এই পুজো ঘিরে প্রতি বছরই এলাকায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। আত্মীয়-স্বজনরা ভিড় করেন। উপচে পড়ে গ্রামবাসী। কিন্তু এ বার সেই চেনা ছবি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এ বছর সপ্তীর দিনই কলকাতা রওনা দিয়েছিলেন পরিবারের আট সদস্য। পরের দিন চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় পিয়ালি পরামানিক, তাঁর নন্দাই তরার বেজ ও ননদের ৯ বছরের ছেলে সন্দীপ বেজের। আকস্মিক এই ঘটনায় স্বজনহারা পরিবার এ বছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিমার অর্ডার দিয়েও বাতিল করা হয়েছে।

প্রতি বছর কোজাগরীতে আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা লেগে থাকত। এ বার সেই বাড়িতেই গভীর বিষাদের কালো ছায়া। পরিবারের প্রবীণ সদস্য নবকুমার পরামানিক কন্যা ও পুত্রবধূকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান। বাকরুদ্ধ চত্বরের বয়স্ক মা। মৃত পিয়ালির ৬ বছরের ছেলে



মৃত পিয়ালি পরামানিক

সানি ঠায় তাকিয়ে মায়ের ছবির দিকে। সে হয়তো আদৌ উপলব্ধি করতে পারছে না যে, কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে মা, পিসি ও পিসতুতো দাদার। সে শুধু জানে মায়ের কাছে ঘুরঘুর করাটা আর হচ্ছে না তার। অবুঝ নাতিকে জড়িয়ে কেঁদে চলেছেন দাদু। মেয়ের ঘরের নাতি সন্দীপকে হারিয়েও যে বুকে শেল বিঁধছে তাঁর। যে ছেলের হাসি, দুষ্টুমিতে পুজোয় ভরে থাকত ঘর, সেখানে এখন শুধুই শূন্যতা। তার অনুপস্থিতি যেন গিলতে আসছে পরিবারের সদস্যদের।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে যে বাড়িতে প্রতি বছর উৎসবের আবহ তৈরি হতো, সেই বাড়িতেই এবার প্রদীপের আলো আর পুজোর আয়োজনের পরিবর্তে অন্যেষ বিষাদ। কোজাগরীর আলো ম্লান হয়ে গিয়েছে তার পাশে! যে বাড়িতে কয়েক দিন আগেও উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল, সেখানে এখন শুধুই কান্না আর শোকের পরিবেশ।



‘ভিআইপি’ পাসের জেরে মারণ-ভিড় চোরবাগানে?

▶ প্রথম পাতার পর

মেনে পুজো করতাম। ভিড় বাড়লে মণ্ডপে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হতো। ভিআইপিদেরও ঢুকতে দেওয়া হতো না। এ বার পাস নিয়ে কী হয়েছে, তা জানা নেই। আমাদের সময়ে শুধুমাত্র ফোরাম এবং একটি ক্লবের সংস্থার তরফে পাস বিলি করা হতো। কত পাস দেওয়া হচ্ছে, তাও জানা যেত।’

প্রশ্ন উঠেছে, চোরবাগানের পাস ওই ই-কমার্স সংস্থা বিক্রি করে থাকলে পুজো কমিটির সঙ্গে তাদের কোনও চুক্তি কি হয়েছিল? তা যদি হয়েও থাকত তবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং দর্শকদের নিরাপত্তার নিয়ে কি পুলিশ-প্রশাসনকে আগাম জানানো হয়েছিল? কোনও প্রশ্নের উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

চোরবাগানের পুজোর নিজস্ব পাসে এ বছরের থিম, স্পন্সরের নাম এবং বিশেষ হলোগ্রাম দেওয়া ছিল। প্রবেশপথ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল বিধান সরণির নাম। ওই পাসে নির্দিষ্ট কোনও দাম লেখা ছিল না। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, চোরবাগানের পুজো দেখতে বহু মানুষ ই-কমার্সের দেওয়া পাস নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের হাতে লাগানো ছিল একটি ‘ব্যান্ড’। যেটা দেখানে পুজোর মণ্ডপে এন্ট্রি মিলবে বলে দাবি করা হয়েছিল সংস্থার তরফে। ঘটনাচক্রে, সপ্তমীর রাতে ওই পাস গ্রহণ করা হবে না বলে আয়োজকদের তরফে ঘর্ষনার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ক্লাবের বিধি করা পাস নিয়ে হাজির হন বহু মানুষ। ফলে সরু রাস্তায় ভিড় জমে যায়। তদন্তকারীদের বক্তব্য, ‘ক্লাব এবং ই-কমার্স সাইটের ইস্যু করা পাসের জন্য সেদিন বেশি ভিড় হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কথা বলা হবে।’

এদিকে, রবিবার বিকেলে বৃত্ত ঘোষক সঞ্জীব রাহা ওরফে সেন্টুকে নিয়ে চোরবাগান পুজো কমিটির দপ্তরে যান গোয়েন্দারা। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অভিযুক্তকে। ঘটনার দিন ঠিক কী ঘটেছিল, কেউ মাইকে ঘোষণার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় সেন্টুর কাছে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু তরুণের

এই সময়: ট্রাকের পিছনে বাস ধাক্কা মারা প্রাণ হারালেন এক তরুণ, আহত হয়েছেন প্রায় ১০ জন। মৃত তরুণ ঈশান শীল (১৯) এবং আহতরা সবাই ওই বাসের যাত্রী। রবিবার ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে পানাগড়ে, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বাইপাসে। বাসটি বিহার থেকে আসছিল, যাচ্ছিল কলকাতায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ঈশানের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মহলন্দপুরে।

ট্রাকের পিছনে ধাক্কার জেরে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে যান উদ্ধারের কাজে। বাসের পিছনের জানলার কাচ ভেঙে যাত্রীদের বাইরে বের করে আনেন তাঁরা। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ এসে আহতদের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসক ঈশানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, ভোরের দিকে বাসের চালকের চোখে ঘুম চলে এসেছিল। সেই কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে বাসটি।

জলসায় ডেকে এনে কিশোরীকে ধর্ষণ-খুন

এই সময়, গাইঘাটা: মাইকে তখন চড়া সুরে বাজছে গান। আলো ঝলমলে মণ্ডপ ও মেলা প্রাঙ্গণে তিলধারণের জায়গা নেই। উৎসবের সেই কোলাহলের মধ্যেই বাজল মোবাইল, ভেসে এল একটি বার্তা। বাদ্যযন্ত্রে ‘একটু আসছি’ বলে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল একাদশ শ্রেণির ছাত্রটি। তার পর আর ঘরে ফেরা হয়নি। রবিবার সকালে অন্তীন মণ্ড থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে মিলল ওই কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত ও অর্ধনগ্ন দেহ।

উত্তর ২৪ পরগনা বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গাইঘাটা থানা এলাকার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার ও স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সেই মর্মে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে নিহতের পরিবার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশেরও ধারণা ঘটনাটি খুন ও ধর্ষণের। ওই কিশোরী স্থানীয় একটি স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। রবিবারই এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ২৩ বছরের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত সম্পর্কে নিয়তিতার দূর সম্পর্কের দাদা। ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মূল বাড়ি বনগাঁয় হলেও ছোট থেকেই মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত চার বোনের মধ্যে তৃতীয় ওই কিশোরী। শনিবার রাতে বাজারে পুজো কমিটির বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে এক বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিল সে। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ তার ফোনে একটি কল ও মেসেজ আসে। এর পরেই সে কাউকে কিছু না জানিয়ে এলাকা ছাড়ে। রাতভর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকেরা ভেবেছিলেন, হয়তো বান্ধবীর বাড়িতেই রয়ে গিয়েছে ওই কিশোরী।



গাইঘাটায় ধৃত ১

রবিবার ভোরে রামচন্দ্রপুর বাজারের কাছে একটি বাড়ির শৌচাগারের পাশে এক বৃদ্ধা প্রথম দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। দেখা যায়, রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে কিশোরীর দেহ। মুখ ভারী কিছু দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে, মাথায় গভীর ক্ষত। পোশাক অবিন্যস্ত। নিহত কিশোরীর এক মামি বলেন, ‘রাত আটটা নাগাদ রাস্তায় আমাদের সঙ্গে ভায়ির দেখা হয়। আমরা তখন জলসা দেখতে যাচ্ছিলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করাও বলে পরে বান্ধবীর সঙ্গে যাবে। রাতে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও ভায়ি বাড়িতে আসেনি। ফোনেও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। সকালে শুনি এই ঘটনা।’

মিতা দাস নামে এক প্রতিবেশী বলেন, ‘আমাদের এলাকায় এ রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। মেয়েটির মুখ থেঁতলানো ছিল। শরীরের নীচের অংশে কাপড় ছিল না। আমরা খুব আতঙ্কে আছি।’

খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ এবং সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চল হওয়ায় মোতায়েন করা হয় বিএসএফ জওয়ানদের। পরে দুপুরে রাজ্য ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, পরিকল্পনা করেই ওই নাবালিকাকে নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালানোর পর ভারী পাথর বা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করা হয়েছে। তবে এই নৃশংসতায় ধৃত যুবক একাই যুক্ত, নাকি একাধিক ব্যক্তি জড়িত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। গণধর্ষণের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

বনগাঁ পুলিশ জেলার সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ দেখে ধর্ষণ করে খুনের সম্ভাবনাই প্রবল। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হচ্ছে।’

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবকের সঙ্গে কিশোরীর আগে থেকেই ছিল। জেরায় যুবকের দাবি, কিশোরী তাকে ও তার পরিবারকে নানা বিষয় নিয়ে কুটুক্তি করত। সেই আক্রোশ থেকেই এই খুন। যদিও তদন্তকারীদের অনুমান, আক্রোশের গল্প বানিয়ে ঘটনা অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা হতে পারে। কিশোরীর মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস রেকর্ড (সিডিআর) খতিয়ে দেখে শেষ বার্তা ও ফোনের উৎস জানার চেষ্টা চলছে।

ঘটনার পর এলাকায় ভেঙে পড়েছেন নাবালিকার পরিজনেরা। মামার বাড়ির আত্মীয়জনে অভিযুক্ত, পরিকল্পিত ভাবে ফাঁদ পেতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এই নৃশংসতা চালানো হয়েছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ও ফরেন্সিক পরীক্ষার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার সম্পূর্ণ সূত্র স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পাশ-ফেলের পক্ষেই সওয়াল

▶ প্রথম পাতার পর

অধিকার আইনে কিছু সংশোধন করা হয়। তাতে ক্লাস ফাইভ ও ক্লাস এইটে পাশ-ফেল ফেরানোর কথা বলা হলেও সেটা কার্যকর হয়নি, এমনটা অভিযোগ। ২০২৪ সালেও কেন্দ্র এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়, কিন্তু তার পরেও তা কার্যকর হয়নি।

ফলে, বীর্ঘদিন ধরে যাঁরা সরকারি স্কুলে পাশ-ফেল ফেরানোর পক্ষে কথা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এ দিনের বার্তার পরে তাঁরা স্বস্তিতে। যদিও তাঁদের অনেকের বক্তব্য, ক্লাস ফাইভ থেকে নয়, পাশ-ফেল ফেরানো দরকার একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই।

এ দিন অবশ্য শিক্ষা সংক্রান্ত আরও কিছু বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি কবরোচাকে এক আন্দোলন নিয়ে উত্তাল হয়েছে দিল্লি-সহ গোটা দেশ। এ দিন কী ভাবে ‘ককরোচ-ছাত্রপোকা’-দের রোখা যাবে, তার পথ নির্দেশিকাও দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দুর কথায়, ‘ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবাদী করানোর জন্য বছরে অন্তত তিন দিন বিতর্ক, কুইজ় কিংবা তাৎক্ষণিক বক্তৃতাকে কালচারাল ইভেন্টের মধ্যে আনা দরকার। তা হলেই এই আরশোলা, ছারপোকা, দিমাগি নকশাল, টুকড়ে টুকড়ে গ্যাং— এই সব ঘারা করোনাভাইরাসের মতো চেষ্টা করছে, তাদের রোখা যাবে। তা হলে আর হিট লাগবে না।’ তার পরেই শুভেন্দু আক্রমণ শাণান রাজ্যের বিগত সরকারগুলির উদ্দেশে। তাঁর কথায়, ‘৩৪ বছরের নাস্তিক কমিউনিস্ট, ১৫ বছরের জামাতিরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তুলে দিয়েছে। এনসিসি, ব্রতচারী তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাকে আম্মা, (রামধনুকে) রংধনু বলতে শিখিয়েছেন। এ সব পরিবর্তন করার দরকার আছে। আসল শিক্ষাব্যবর্ষে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন।’ স্কুলে প্রাথমিক স্তর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি তবলা, হারমোনিয়াম, পিটার, সেতার, মৃদঙ্গ, খঞ্জনির মতো বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, তাঁর কথায়, ‘কালচারাল প্রতিভাও বিকশিত হওয়া দরকার।’

বিগত সরকারের সময়ে ক্লাস ইলেভেনের পড়ুয়াদের মোবাইল ফোন কেনার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হতো। তার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি ইডিকে বিশ্বাস করি। ইডি দপ্তরের সচিবকে বলেছি যে, লাগলে টাকা বেশি দেব, ইলেকট্রনিক ট্যাব দিন। যেটা এডুকেশনের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে। যাতে মোবাইল ফোন কিনতে না-পারে (ভুলপড়ুয়ারা), তার ব্যবস্থা করতে হবে।’

বিগত সরকারগুলিকে আক্রমণ করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অবশ্য জবাব দিয়েছেন সিপিএম এবং কালীঘাট তৃণমূলের নেতারা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘সব সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সব কিছু চলবে না। প্রতিবাদী মানুষ থাকবেই। প্রতিবাদীদের উপরে যদি সরকার অত্যাচার করে, তা হলে সরকারি অত্যাচার করবে।’ কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের কথায়, ‘সব সময়ে এক জন মুখ্যমন্ত্রী রেগে আছেন। হুমকি দিচ্ছেন। আমাদের বলছেন, সব বিরোধীদের বলছেন। আরে, একটু ঠান্ডা হোন।’

> **ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবাদী করানোর জন্য বছরে অন্তত তিন দিন বিতর্ক, কুইজ় কিংবা তাৎক্ষণিক বক্তৃতাকে কালচারাল ইভেন্টের মধ্যে আনা দরকার**
>
> শুভেন্দু অধিকারী

এই সময় সারা করোনাভাইরাসের মতো চেষ্টা করছে, তাদের রোখা যাবে। তা হলে আর হিট লাগবে না।’ তার পরেই শুভেন্দু আক্রমণ শাণান রাজ্যের বিগত সরকারগুলির উদ্দেশে। তাঁর কথায়, ‘৩৪ বছরের নাস্তিক কমিউনিস্ট, ১৫ বছরের জামাতিরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি তুলে দিয়েছে। এনসিসি, ব্রতচারী তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মাকে আম্মা, (রামধনুকে) রংধনু বলতে শিখিয়েছেন। এ সব পরিবর্তন করার দরকার আছে। আসল শিক্ষাব্যবর্ষে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন।’ স্কুলে প্রাথমিক স্তর থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি তবলা, হারমোনিয়াম, পিটার, সেতার, মৃদঙ্গ, খঞ্জনির মতো

এসআরএফটিআই: শাস্তির সুপারিশের কারণ ব্যাখ্যা ভিসির

এই সময়: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এর অচলাবস্থা ঘিরে এ বার সংঘাত আরও তীব্র। একদিকে, উপাচার্যকে হেনস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে ছ’জন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশের কথা জানিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা। অন্য দিকে, মঙ্গলবার দেশজুড়ে ছাত্র প্রতিবাদের প্রস্তাবকে সামনে রেখে আন্দোলন আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন পড়ুয়ারা। কর্তৃপক্ষের দাবি, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার স্বীকার করেও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ করা হয়েছে। পড়ুয়াদের বক্তব্য, এই সংঘাতের সঙ্গে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িয়ে।

রবিবারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ১৫ অক্টোবর ইউএন ও ফিল্ম উইংয়ের কর্মীদের ডিন কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকে ছ’জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়। উপাচার্যের চলাচলে বাধা, ঘেরাও, হুমকি, অশালীন ভাষা প্রয়োগ এবং শারীরিক হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে সেই সুপারিশ ‘অ্যাকাডেমিক বাই-লজ়’ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য উপাচার্যের কাছে পাঠানো হয়। শুক্রবার ওয়ায়দাংশুকে তিনটি সেমেস্টার এবং অ্যারন পি জয়, আল্লু সোমন, অভিলাষ বি নায়ার, নচিকেত শশিকান্ত পাওয়ার ও বিথাহার এম-কে-র মতো পড়ুয়াদের দু’টি সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। শুক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির ক্ষতি সংক্রান্ত আগের চিচারইদীন শাস্তিমূলক প্রক্রিয়ার কথাও উল্লেখ করেছে কর্তৃপক্ষ।

প্রতিষ্ঠানের দাবি, উপাচার্যের দপ্তরের জানলার কাচ ও অন্যান্য ভাঙচুর করা হয়েছিল, কেটে দেওয়া হয়েছিল জলের সংযোগ ও এসির লাইন। ঘটনার ছবি হিসেবে বলেও দাবি করা হয়েছে। তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শাস্তির কারণ নয় বলে স্পষ্ট করেছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, আন্দোলনকে পড়ুয়াদের একটি অংশই যুক্ত। তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে পড়ুয়া সমাজের মত ধরা ঠিক নয়।

রেজিস্ট্রার দীপক কুমারের বক্তব্য, তিন সেমেস্টারের জন্য বহিষ্কৃত শুক্রম সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রত্যাহার আমানতকারীরা। স্বরূপনগর থানার শাঁড়াপুল-নিমাগি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকবাংলো বাজার এলাকায় ২০২২ সালে আস্থা নামক একটি বেসরকারি সংস্থা কাজ শুরু করে। রেকারিংয়ের মাধ্যমে

স্বরূপনগর

টাকা জমা রাখলে নির্দিষ্ট সময়ের পর দ্বিগুণ টাকা ফেরত দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে প্রায় মোট ১৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করে তারা। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আমানতকারীরা টাকা ফেরত চাইলে সংস্থার তরফে নানা অজুহাত দেখানো হতে থাকে। মাস চারেক আগে হঠাৎই সংস্থার অফিসের মূল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন সংস্থার কর্তারা।

দিলীপের তিরে নাসিরুদ্দিন

এই সময়: অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ এসআরএফটিআই নিয়ে পদ্ম শিবিরকে আক্রমণ করায় পাল্টা বিজেপির তোপের মুখে পড়েছেন তিনি। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ রবিবার নাসিরুদ্দিনের উদ্দেশে বলেন, ‘এতদিন মাফিয়াদের হাতে ছিল চলচ্চিত্র জগৎ। তখন নাসিরুদ্দিন শাহ-রা কোনও কষ্ট হয়নি। ভারতের ফিল্ম মাফিয়া মুক্ত হয়েছে। রাষ্ট্রবাদী ফিল্ম তৈরি হচ্ছে। লোকে দেখে খুশি হচ্ছে। দেশের সংস্কৃতি পরম্পরা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি।’ অতীতে হিন্দু ঐতিহ্যকে অপমান করে ফিল্ম তৈরি হওয়ার সময়ে নাসিরুদ্দিন কেন চুপ ছিলেন? সেই প্রশ্নও তুলেছেন দিলীপ। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কথায়, ‘কালো টাকা দিয়ে ছোর করে ফিল্ম করে দেশের সংস্কৃতি, হিন্দুবর্তাদী ঐতিহ্যকে অপমান করা হয়েছে। তখন চুপ ছিলেন। এখন চুপ থাকুন। দেখুন কী হচ্ছে।’

এই সময়ে ছাত্র সংসদের অংশ হওয়ার যোগ্য নন। তাঁর কথায়, ‘বহুতর ছাত্রসমাজের স্বার্থের আড়ালে তিনি নিজের ব্যক্তিগত এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন।’ এনএসইউ-সহ ছ’জন বহিষ্কৃত পড়ুয়া বেআইনি ভাবে ক্যাম্পাসে রয়েছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। একই সঙ্গে পদনপাঠন শুরু করে পাঠ্যক্রম শেষ করতে ইজ়ুক পড়ুয়াদের মতামত শোনার উপরেও জোর দিয়েছেন তিনি। পড়ুয়াদের সংঘাত আজমেরার বক্তব্য, ‘বর্তমান পরিস্থিতি যেন প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর শিক্ষাগত উদ্দেশ্য ও পড়ুয়াদের স্বার্থকে আড়াল না করে। পড়ুয়াদের নিরাশ্রয়া নিশ্চিত করে দ্রুত স্বাভাবিক পদনপাঠন ফেরানোই লক্ষ্য।’

এ দিকে, ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ফিল্ম ও ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া বিভাগের পদনপাঠন স্থগিত এবং হস্টেল-সহ ক্যাম্পাস খালি করার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

১৭ কোটি নিয়ে গায়েব

এই সময়, স্বরূপনগর: অতিরিক্ত লাভের আশায় বেসরকারি আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে প্রতারিত কয়েক হাজার মানুষ। নচিকেত বিশ্বাস ফেরত দেওয়ার দাবিতে থানার সামনে ধনা দিলেন আমানতকারীরা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে স্বরূপনগর থানার সামনে। ধনায় বসা প্রতারিত আমানতকারীদের দাবি, রেকারিয়েতে টাকা জমা রেখে দ্বিগুণ ফেরত পাওয়ার আশায় সঞ্চিত টাকা জমা করেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও টাকা ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ ওঠে আস্থা নামক বেসরকারি আর্থিক সংস্থার বিরুদ্ধে। প্রায় ২ হাজার আমানতকারীর ১৭ কোটি টাকা নিয়ে সংস্থার কর্তারা উধাও হয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রায় চার মাস ধরে বন্ধ সংস্থার অফিস। এ দিন টাকা ফেরতের দাবিতে থানার

সাইক্লোন অন্ত্রে

▶ প্রথম পাতার পর

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের দু’-একটি জায়গায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বুধবার, ২৮ অক্টোবর পর্যন্তিথিতি অনেকটা হবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব ক’টি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সে দিন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি (৭-১১ সেন্টিমিটার) হতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই দিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার দু’-একটি জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

৩০ অক্টোবর উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই বহু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারের বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সব জেলাতেই ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। শনিবার, ৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank | ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আঞ্চলিক দপ্তর: কলকাতা দক্ষিণ
১৯ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ
[নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬) অনুসারে]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২-এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস), ২০০২-এর বিধি ৬(২) এবং ৮(৬)-এর অধীনে বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের কাছে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকে/অভিমুক্ত থাকা নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া হয়েছে, যা **'যেখানে আছে যেখানে', 'যেমন আছে যেমন'** এবং **'যা কিছু আছে তা'** ভাবে ২৯.১১.২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা পর্যন্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ)-এর থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের (সুরক্ষিত পাওনাদার) নিম্নলিখিত বকেয়া অর্থরাশি পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রয় করা হবে।

| ক্রম নং | ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ব্যাঙ্কের শাখার নাম | পুনরুদ্ধারের মোট মূল্য | স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | ক. সুরক্ষিত মূল্য
খ. অটাম মূল্য জামা (ইএমডি)
গ. দর বৃদ্ধির পরিমাণ<